অনুবাদে অনন্যতা: কৃত্তিবাসী রামায়ণ

CBCS Syllabus_WBSU- SEMESTER I (BNGA), Core Course 1, Unit: III

দেবরূপা দাস, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভব মধ্যযুগের বাংলার বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় সংহতি রক্ষার তাগিদেই মূলত অনুবাদ চর্চা শুরু হয়। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় পৌরাণিক চেতনা লোকমানসে সঞ্চারিত হয়েছে। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের সময় খুব স্বাভাবিক ভাবেই যুগপ্রেক্ষিত, সমাজ-সংস্কৃতি বড় ভূমিকা নিয়েছিল। হিন্দুধর্মের প্রবল শ্রেণিবৈষম্য, সুলতানদের ধর্মান্তরকরণ নীতি রোধ করার লক্ষ্যে ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার ও সমাজে আদর্শ পুনঃস্থাপনের জন্য ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ শুরু হল। বস্তুত যেকোন অনুবাদই পুনর্নির্মাণ। মধ্যযুগে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদেও সেই বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসঙ্গে জনপ্রিয় কৃত্তিবাস ওঝা অনূদিত রামায়ণ, যা সমধিক প্রসিদ্ধ 'শ্রীরাম পাঁচালী' নামে।

মধ্যযুগে শাক্ত আর বৈষ্ণব ---এই দুই প্রকার ভক্তিরসের ফল্গুস্রোত বাংলায় প্রবাহিত হচ্ছিল। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদে নিরঙ্কুশ ভক্তিবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই তাঁর অনূদিত রামায়ণে রামচন্দ্র কখনও ব্রহ্মসনাতন, কখনও বিষ্ণুর বংশাবতার, কখনও বা ভক্তের ভগবান।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ আক্ষরিক অনুবাদ তো নয়ই, বরং তা ভাবানুবাদ, কোথাও কোথাও প্রচলিত বিশ্বাস বা কাহিনি সংযোজন করে মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এইজাতীয় কাহিনি তিনি সংগ্রহ করেছেন, অদ্ভুত রামায়ণ, আধ্যাত্ম রামায়ণ, স্কন্দপুরাণ, প্রচলিত আখ্যান থেকে।

এই কাহিনিগুলো হল:

- কুম্ভকর্ণের ঘটনা
- গরুড়ের ঘটনা
- অঙ্গদের রায়বার
- মহীরাবণবধ
- কান্ডারমুনির কাহিনি
- কালনেমি প্রসঙ্গ
- সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব
- হনুমান কর্তৃক সীতার স্বর্ণহার ছিন্নভিন্ন করা
- ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতা কর্তন ইত্যাদ

কাহিনি	বাল্মীকি রামায়ণ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
গরুড়ের ঘটনা	রামচন্দ্রের মিত্র মিত্রধর্ম পালনের জন্য এখানে তাঁর উপস্থিতি	মিত্র নয়, বাহন ও ভক্ত। রামচন্দ্রকে বলছেন: 'তুমি বিষ্ণু অবতার জগতের পতি।'
মহীরাবণের ঘটনা	এখানে নেই	সে একজন দক্ষ জাদুকর। মহীরাবণ কর্তৃক রামলক্ষ্মণ হরণ কাহিনি অত্যন্ত চমৎকৃত।
কান্ডারমুনির কাহিনি	এখানে নেই	গঙ্গার আনয়ন প্রসঙ্গে এসেছে।
কালনেমি প্রসঙ্গ	এখানে নেই	হনুমানের বিশল্যকরণী আনার সময় কালনেমির প্রতারণা, শেষে হনুমানের

		হাতে তার মৃত্যু।
সীতার দেহ থেকে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব	এখানে নেই	কুম্ভকর্ণবধের বর্ণনায় এই প্রসঙ্গ এসেছে।
হনুমান কর্তৃক স্বর্ণহার ছিন্নভিন্ন করা	এখানে নেই	রামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর সীতা হনুমানকে স্বর্ণহার দিলে, সেখানে রামনাম লেখা নেই বলে হনুমান দাঁত দিয়ে সেই হার ছিন্নভিন্ন করে দেয়।
ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতা কর্তন	এখানে নেই	মেঘনাদ ছল করে মায়াসীতা নির্মাণ করে তাকে হত্যা করে রামছন্দ্রকে বিচলিত করার জন্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে কাহিনিগুলি কৃত্তিবাসের স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত, সেগুলি হল

- হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ
- বীরবাহু ও তরণীসেনের কাহিনি
- কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ
- রাবণবধের জন্য চন্ডিকার অকালবোধন ও একশত আটটি নীলপদ্মের কাহিনি
- গণকের ছদ্মবেশে হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর নিকট থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ
- মুমূর্ষু রাবণের কাছে রামচন্দ্রের রাজনীতি শিক্ষা।

বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্যের সমাজপ্রেক্ষিত মধ্যযুগে আশা করা যায় না, ফলত কৃত্তিবাস তাঁর রামপাঁচালী রচনার সময় সমকালীন সমাজ, রুচি, ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তাই ভাবনাগত দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো আসে

- বাঙালির জীবনযাপন প্রণালী
- বাঙালির খাদ্যাভ্যাস
- তাদের ধর্মাচরণ
- আচার-সংস্কার
- তাদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না ইত্যাদি

কৃত্তিবাস তাঁর স্বকীয় ভাবনায় ও সময়ের দাবি মেনে মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকেও পুনর্নির্মাণ করেছেন---

১। বাল্মীকি কুম্ভকর্ণকে যুক্তিবাদী কূটনীতিজ্ঞরূপে নির্মাণ করেছেন। অন্যদিকে কৃত্তিবাসের বর্ণনায় কুম্ভকর্ণের চরিত্রে মধ্যযুগীয় লৌকিক ছাপ পড়েছে। কুম্ভকর্ণের যখন অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন হয়, শতচেষ্টাতেও যখন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হচ্ছে না, তখন 'মদিরা মাংসের' ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়। আর সেই ঘ্রাণে কুম্ভকর্ণ 'ঘূর্ণিত লোচন বীর উঠে ঠেলে খাটে।'

২। বালীকি হনুমানকে ঋক-সাম-যজুর্বেদে পরম প্রাজ্ঞরূপে বর্ণনা করেছেন। আর কৃত্তিবাস হনুমানের যে কার্যকলাপ বিবৃত করেছেন, তা হাস্যরসের উদ্রেক ঘটায়। রামভক্তির প্লাবন দেখালেও কিছু বর্ণনায় তাঁর প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না। যেমন, মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে হনুমান যজ্ঞের যাবতীয় আয়োজন লন্ডভন্ড করে দেয়। পূজার স্থান অপবিত্র করে। কৃত্তিবাস লিখেছেন,

"হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুন্ড ভরি তাঁর করিল প্রস্রাব।।
যজ্ঞকুন্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুলফল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় স্রোতে।।"

৩। রাবণ চরিত্রেও ভক্তির মহিমা আরোপ করেছেন। রণক্ষেত্রে মুমূর্ষু রাবণ রামচন্দ্রের কাছ থেকে শুধুমাত্র রাজনীতি শিক্ষাই লাভ করছেন না, তিনি 'ব্রহ্মসনাতন' ও 'অনাদিপুরুষ' বলে রামচন্দ্রের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করলেন,

"অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করে মস্তকেতে রাখ শ্রীচরণ।।"

৪। রামচন্দ্রের চরিত্র গঠনেও মূলত ভক্তিমাহাত্ম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি কখনও ভক্তের ভগবান, কখনও বাঙালি ঘরের পুত্র, ভাই, স্বামী হয়ে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের রাগ-ক্রোধ থেকেও তিনি ভিন্ন কিছু নন। যেমন, অঙ্গদকে রামচন্দ্র নির্দেশ দিচ্ছেন,

"হে অঙ্গদ মহাবলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি।।"

৫। সীতাচরিত্রে আত্মসম্মানবোধ, আত্মতেজ বাল্মীকির মতোই কৃত্তিবাসও মেনে চললেও তাঁর প্রতিবাদী রূপও তিনি বর্ণনা করেছেন। লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র সীতাচরিত্রে সন্দেহপ্রকাশ করলে প্রতিবাদী সীতা নিতান্তই বাঙালি বধূর মতো বলেন,
"সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মতো ভাব কি কারণ।"

কৃত্তিবাসের এই মৌলিকতার কারণ, মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল সাধারণের কাছে নিতান্তই শ্রুতিনির্ভর। আসরে পাঠের মধ্যে আকর্ষণীয় বিষয় না থাকলে শ্রোতার একাগ্রতাকে ধরে রাখা যাবে না। তাই বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক কাহিনির সংযোজন করেছেন তিনি। তাছাড়া সে যুগের সাধারণের রুচি অনুসারে লেখাও তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

উৎস ভাষাকে নিজের ভাষায় বিমুক্ত করে দেওয়াই যখন অনুবাদকের কাজ, তখন অনুবাদ ‘অনুসৃজন’ হতে বাধ্য। গ্রহণে-বর্জনে, সংযোজনে-সৃজনশীলতায়, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী তাই অনন্যতার দাবি রাখে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত বই দেখা যেতে পারে।

১। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। সুকুমার সেন

৩। ভূদেব চৌধুরী

৪। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী